CC-11 (SEM-5 HONS)

(i) তর্কসংগ্রহ অনুযায়ী বুদ্ধির লক্ষণ দাও।
(ii) দীপিকায় কিভাবে এই লক্ষণকে পরিষ্কার করা হয়েছে?

উত্তর:- (i) সমস্ত ব্যবহারের (শব্দ ব্যবহারের) হেতু যে গুণ তা বুদ্ধি বা জ্ঞান। তা দুই প্রকার :- স্মৃতি ও অনুভব।

অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে বুদ্ধির লক্ষণ বলেছেন। "সর্বব্যবহার হেতুর্গুণো বুদ্ধির্জ্ঞানম্"॥ অর্থাৎ যে পদার্থটি সর্ববিধ ব্যবহারের হেতু হয়, বুদ্ধি যার অপর নাম, সেই গুণস্বরূপ পদার্থই জ্ঞান - কিংবা জ্ঞান যার অপর নাম সেই গুণ পদার্থ বুদ্ধি।

তাঁর দীপিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একমাত্র 'জ্ঞানত্ব' জাতিকে বুদ্ধির সাধারণ ধর্ম বা লক্ষণ বলতে চান। তর্কসংগ্রহে বুদ্ধির অংশে যে দুটি ধর্মের উল্লেখ রয়েছে, এগুলি দ্বারা বুদ্ধির স্বরূপটি বর্ণনা করা হয়েছে। (বুদ্ধেঃ স্বরূপ কথনম্ নীলকণ্ঠ) অন্য বস্তু থেকে বুদ্ধিকে পৃথক করা হয়নি। (ন তু ব্যাবর্তকম্ ভাস্করোদয়া)

কথা সুপরিজ্ঞাত যে, কোন একটি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বস্তুগুলিতে যতগুলি সাধারণ ধর্ম আছে, তাদের সবগুলিকে লক্ষণ বলা যায় না। কোন বস্তুর সাধারণ ধর্মগুলির মধ্যে এক বা একাধিক যেগুলো ধর্মকে শুধু লক্ষণ বলতে পারা যায়, যা ঐ বস্তুকে অপর সকল বস্তু থেকে পৃথক করে দেয়। বর্তমান স্থলে গ্রন্থকার বুদ্ধির তিনটি বৈশিষ্ট্য বলেছেন,
① হল একটি গুণ
② হল সমস্ত শব্দ ব্যবহারের হেতু
③ হল জ্ঞানত্ব বিশিষ্ট, যে জ্ঞানত্ব

আন্তর প্রত্যক্ষে লৌকিক হওয়া যায়। গ্রন্থকারের মতে মাত্র তৃতীয়টিকে অথবা দ্বিতীয় ও তৃতীয়টিকে একত্রে বুদ্ধির লক্ষণ বলা যেতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয়টি স্বতন্ত্র ভাবে বুদ্ধির বৈশিষ্ট্য নয়। প্রথমটি রূপ ও রস ইত্যাদি সম্পর্কে বলা যায়, কারণ বুদ্ধির নয় তারা। সমস্ত কার্য ব্যবহারে প্রথম ও দ্বিতীয়টি মিলিত ভাবে হেতু। তৃতীয়টি একমাত্র বুদ্ধিতে যা শুধু পাওয়া যায়। সুতরাং হয় সম্মিলিত প্রথম ও দ্বিতীয়টি অথবা শুধু তৃতীয় ধর্মটি বুদ্ধির লক্ষণ হতে পারে। লাঘব বশতঃ তৃতীয়টিকে লক্ষণ বলা সঙ্গত।

(iii) দীপিকায় বলা হয়েছে যে, জ্ঞানত্ব জাতি হচ্ছে বুদ্ধির লক্ষণ। এবং আমি জানিতেছি — এইরূপ আন্তর প্রত্যক্ষে ঐ জাতি প্রকাশিত হয়। ন্যায় বৈশেষিক সিদ্ধান্ত অনুসারে কোন জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশিত নয়, পরবর্তী অন্য কোন জ্ঞানে তা প্রকাশিত হয়। যে পরবর্তী জ্ঞান যা বুদ্ধি অনুব্যবসায় নামে এক প্রকার আন্তর প্রত্যক্ষ। যেমন আমি একটি টেবিল দেখি ঠিক তখনই আমার ঐ দেখা রূপ প্রত্যক্ষের বোধ জন্মায় না। টেবিলটিকে যে আমি দেখছি তা আমি ঐ দেখার ঠিক পরবর্তী ক্ষণে জানতে পারি। পরবর্তী ক্ষণের সেই জ্ঞান — যা প্রত্যক্ষজ্ঞানকে

[illegible] ব্যবসায় একটা [illegible] হয়। [illegible]
[illegible] - অনুব্যবসায় - একটা - হয়।
অনুব্যবসায় - দ্বারা - অন্তর - প্রত্যক্ষ -
ব্যবসায় - দ্বারা - মূল - বাহ্যার্থটি - একটি
জ্ঞান - দ্বারা - প্রতিভাত - হয়। মূল -
জ্ঞানগুলি - অসংখ্য - এবং সেই জন্য -
জ্ঞানের - অন্তর - প্রত্যক্ষ - অসংখ্য।
এখন - এই - মূল - জ্ঞান - গুলোর -
প্রত্যেকটিতে - অনুগত - যে ধর্ম আছে,
তাই - হল - জ্ঞানত্ব - জাতি। টীকাকারের -
মতে, এই - জ্ঞানত্ব - জাতিটি - জ্ঞানের -
অন্তর - প্রত্যক্ষে - প্রকাশিত হয়।

ন্যায় - বৈশেষিক - মতে,
ইন্দ্রিয় - গ্রাহ্য (কোন - একটি - ঘটে -
বর্তমান - যে - ঘটত্ব - জাতি - ঘটেও ন্যায়
- [illegible] - প্রত্যক্ষ - করা যায়,
তাও ইন্দ্রিয় - যে - অন্তর - প্রত্যক্ষে -
অনুব্যবসায়ে - উপলব্ধি হয়, সেই অন্তর
জ্ঞানের - প্রত্যক্ষে - জ্ঞানত্ব - জাতির বোধ - হয়।

প্রশস্তপাদ - যদি স্বয়ং বলে -
থাকেন - যে, বুদ্ধিত্বটি - (অর্থাৎ - জ্ঞানত্ব জাতি)
বুদ্ধির - লক্ষণ - তা হলে - তিনি - তার -
বৃত্তিতে - টীকাকারে - একথা - কেন
বলেছেন - যে, বুদ্ধির - লক্ষণ - ([illegible]
লক্ষণ-সার) হয়তো - টীকাকারে - লক্ষণ -
বাক্যটি - শুধু - সাধারণ - ধর্ম - অর্থে -
ব্যবহৃত - হয়েছে। তবে - (সেখানে - প্রশস্তপাদ
বুদ্ধিকে - জ্ঞান - বলেছেন - — একথা -
বললেই - ভালো - হত।